হিমালয়পথিক উমাপ্রসাদ

দিব্যাংশু মিশ্র

উমাপ্রসাদ হিমালয় - দর্শনে বেরিয়েছিলেন ১৯২৮ সালে, মা যোগমায়া দেবীকে সঙ্গে নিয়ে, সেটাই প্রথমবার। বলা যায়, এই যাত্রাই তাঁর জীবনের ভবিতব্য নির্ধারণ করে দেয়। এরপর বাকি জীবন হিমালয় তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। আমাদের কাছে তাঁর পরিচয় ভ্রমন - সাহিত্যিক হিসেবে। পরিব্রাজক হিসেবে। বললে হয়ত আরো ভালো হবে, তাঁর মত হিমালয় পথিক বা হিমালয়প্রেমী বাঙালিসমাজে খুব কমই জন্মেছে।

হিমালয়ের সঙ্গে পরিচয়করণে যে কজন বাঙালি লেখক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, উমাপ্রসাদ তাঁদের মধ্যে একজন, হয়তোবা শ্রেষ্ঠ। এক্ষেত্রে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, জলধর সেন প্রমুখ স্মরণীয় বাঙালির যোগ্য উত্তরসাধক। এঁদের লেখা না পড়লে ব্রমণপিপাসু বাঙালির আসল কাজটাই অসমাপ্ত থেকে যাবে। আজকের বাঙালি জীবনে পর্যটন স্পৃহার যে বিস্ফোরণ আমরা দেখতে পাই, তার পেছনে এদের লেখনীর অবদান অপরিসীম।

পৃথিবীতে জন্মে আমরা নিজস্ব একটা পরিচয় রেখে যেতে চাই। যাঁরা অধিকতর সম্ভ্রান্ত পারিবারিক পটভূমিতে জন্মান, তাদের পক্ষে নিজস্ব পরিচয় প্রতিষ্ঠা আরো কঠিন কাজ। উমাপ্রসাদের ক্ষেত্রেও এমন একটা সমস্যা ছিল। বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষের কনিষ্ঠপুত্র তিনি। রমাপ্রসাদের মত বিখ্যাত বঙ্গসন্তানের অনুজ। বাংলার শিক্ষা - সংস্কৃতি রাজনীতিতে এই পরিবারের অবদান আমরাও জানি।স্বভাবতই পিতা অগ্রজদের মাঝে আপন পরিচয় অকিঞ্চিৎকর হয়ে ওঠার আশঙ্কা ছিল। উমাপ্রসাদ কিন্তু এসব সম্ভাবনাকে অতিত্রম করতে পেরেছিলেন। আজ তাঁকে তাঁর নিজস্ব পরিচয়ে চিনতে পারি আমরা।

‘গঙ্গাবতরণ’ তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ, বলা বাহুল্য এটি ভ্রমণকাহিনী। প্রথম গ্রন্থেই তিনি পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেলেছিলেন। আসলে হিমালয় সম্পর্কে বাঙালি পাঠকের কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা থাকলেও বাংলাভাষায় আজকের মত সেদিন না ছিল ভ্রমণ পত্রিকা, না ছিল ভ্রমণগ্রন্থ প্রকাশের কোন ধারাবাহিকতা, বিশেষত হিমালয় নিয়ে। বাঙালি পাঠকের সামনে তিনি যেন এক অচেনাআনন্দের দরজা খুলে দিলেন। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ষাট দশকের গোড়ায়, অথচ উমাপ্রসাদ তার আগে প্রায় তিন দশক ধরে হিমালয় চষে বেড়িয়েছেন। আসলে তিনি চরিত্রে নিখাদ পরিব্রাজক। লেখালেখির ব্যাপারে পেশাদারি ব্যস্ততা কখনই তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। গঙ্গাবতরণ প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর লেখকজীবনে সাময়িক নীরবতা নেমে আসে। উমাপ্রসাদ এমনই ছিলেন।

তাঁর ভ্রমণ সাহিত্য চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। খণ্ড অনুযায়ী গ্রন্থনামগুলি দেখলে বুঝতে পারব রচনার বেশিটা জুড়ে আছে হিমালয়। কিন্তু তাঁকে শুধু হিমালয় কথক হিসেবে দেখলে ভুল হবে। অন্যান্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়েও তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন, আফ্রিদি মুল্লুকে, অণাচলে মোনপাদের দেশে, সারান্ডা, কাবেরী কাহিনী ইত্যাদি। এবং এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন তিনিই বাংলাভাষারএকমাত্র সাহিত্যিক যিনি মণিমহেশ গ্রন্থের জন্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন।

উমাপ্রসাদ শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুশয্যায় যে কজন আপন সেবা ও কর্তব্য নিয়ে উপস্থিত ছিলেনউমাপ্রসাদ তাঁদের একজন। পথের দাবী উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ‘বঙ্গবাসী’ পত্রিকায়। উমাপ্রসাদ এই পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, কারণ এটি ছিল তাঁদের পারিবারিক পত্রিকা। ‘পথের দাবী’ একটি চাঞ্চল্যকর উপন্যাস।

ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে এটি দীর্ঘদিন বাজেয়াপ্ত বইয়ের তালিকায় ছিল। 'পথের দাবী'র প্রকাশক ছিলেন উমাপ্রসাদ। 'শরৎ প্রসঙ্গে' শীর্ষক তাঁর একটি গ্রন্থ আছে।

উমাপ্রসাদের সম্পাদিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যুপ্রসঙ্গ। শ্যামাপ্রসাদের মত শিক্ষানুরাগী তেজোদীপ্ত বাঙালি খুব কমই জন্মেছেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উত্থান নিয়ে অনেক বিতর্কের কথা আজকাল শোনা যায়। কিন্তু যে কোন মানুষের কর্মকাণ্ডকে বিশ্লেষণ করতে হয় তাঁর সমকালীন সামাজিক - রাজনৈতিক পটভূমিকায়। শ্যামাপ্রসাদের বিচার করতে গিয়ে এসব কথা আমরা বিস্মৃত হই। এই শ্যামাপ্রসাদের ভাগ্যবিড়ম্বিত রাজনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে কাশ্মীরের জেলে। অবশ্য জেলে বসে লেখা ডাইরীটির সন্ধান পাওয়া যায় না। উমাপ্রসাদ অগ্রজের অন্যান্য ডাইরীর ও তাঁর সমকালের ওপর আলোকপাত করতে চেয়েছেন এই গ্রন্থে।

উমাপ্রসাদ ব্যক্তিজীবনে ছিলেন অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ। শয্যাত্যাগ করতেন ভোর চারটের সময়। তাঁর কণ্ঠনিসৃত মন্ত্রধ্বনি শ্রবণও একঅসাধারণ অভিজ্ঞতা। অসম্ভব ভালো রান্না জানতেন, যদিও নিজে ছিলেন নিরামিশাষী। এবং অকৃতদার। খবরের কাগজ পাঠ এবং পরবর্তীকালে টিভি সংস্কৃতি, কোন কিছুর প্রতিই তাঁর আগ্রহ ছিল না। তিনি মনে করতেন প্রচার মাধ্যম মাত্রেই অনৃতভাষী।

প্রথম দর্শনে দেখলে তাঁকে অত্যন্ত মিতবাক ও রাশভারী মনে হত। যদিও তাঁর সান্নিধ্য কিছুক্ষণের আলাপচারিতায় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠত। তাঁর মুখ থেকে আপন অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনা এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, বিশেষত সেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু যদি হয় হিমালয়।

ইংরেজি ও আইনের কৃতী ছাত্র। আইনের অধ্যাপনাও করেছিলেন বেশ কিছুদিন। পরে একটি তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে অধ্যাপনা ছেড়ে দেন।

প্রায় পুরো বিংশ শতাব্দীকে তিনি দেখেছেন। জীবন ও সমাজের বহু উত্থান - পতনের সাক্ষী ছিলেন। বিখ্যাত মানুষদের সান্নিধ্যে এসেছেন। সব কিছুর সংসারে এক সন্ন্যাসীর মত পরিব্রাজক জীবন অতিবাহিত করেছেন। কারণ তাঁর শেষ অবলম্বন ছিল ধ্যানমৌনী হিমালয়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com